উৎপল দত্ত আমার গুরু

মঞ্চ আমার তীর্থ

বললেন বিশিষ্ট অভিনেতা **শঙ্কর চক্রবর্তী**, তাঁর সাম্প্রতিক থিয়েটার 'সরলরেখা বক্ররেখা'র অভিনয়-শেষে।

অলোকপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রায় আধ-পাগল এক মদ্যপ তদন্ত অফিসার রবার্ট রামকৃষ্ণ হালদার হয়ে যখন মঞ্চে দাপিয়ে বেড়াচ্ছিলেন শঙ্কর চক্রবর্তী, তখন কোথাও কি তাঁর অভিনয়ে উৎপল দত্তের অদৃশ্য একটা ছাপ এসে পড়েছিল? ছাপ পড়লেও এই পুলিশ অফিসার বেশে শঙ্কর চক্রবর্তী ছিলেন নিজস্বতায় উজ্জ্বল। এবং এমন একটা সর্বতো ভাবে মাতাল-পাগল হয়েও চূড়ান্ত জ্ঞানী ও নিপুণ বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসারের চরিত্রে তাঁকে আগে কখনও দেখা যায়নি থিয়েটারের মঞ্চে।

উৎপল দত্তের অদৃশ্য একটা ছাপ কি পড়েছে এই চরিত্রে আপনার অভিনয়ে?

প্রশ্ন শুনে শঙ্কর বলেন, এটা যদি আবিষ্কার করে থাকেন, আমার কিছু বলার নেই। আমি জ্ঞানত উৎপল দত্তকে কখনও অনুকরণ করার চেষ্টা করিনি। সেটা অভিনেতা হিসেবে প্রায় আত্মহননের কাজ হয়ে যাবে। কারণ, উৎপল দত্তের মতো প্রবাদপ্রতিম অভিনেতাকে কখনও অনুকরণ করা যায় না। এটা আমার অনুভব, উপলব্ধি এবং শিক্ষা। তবে, এটা পরম সত্যি যে, আমি তাঁকে গুরু হিসেবে পেয়েছি। ১৯৮৫ থেকে ৯০, এই পাঁচ বছর আমি পিএলটি-তে উৎপল দত্তের পরিচালনায়, তত্ত্বাবধানে এবং শিক্ষায় অভিনয় করেছি। তাঁর পরিচালনায় 'নীল সাদা লাল', 'অগ্নিশয্যা', 'নিচের মহল' ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেছি। ৮৫ সালে যখন আবার নতুন করে 'কল্লোল' শুরু হল ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে, তখন বৃহস্পতি, শনি, রবি নিয়মিত শো-তে অভিনয় করেছি। তাঁকে গুরু হিসেবে পেয়েছি। এ আমার পরম সৌভাগ্য। তাই প্রচুর ধারাবাহিকে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র করার পরেও থিয়েটারের মঞ্চ থেকে কখনও সরে আসার কথা ভাবিনি। কারণ, মঞ্চ আমার কাছে তীর্থ। বারবার এখানে ফিরে আসতেই হবে। যেমন আজ 'সরলরেখা বক্ররেখা'য় রবার্ট রামকৃষ্ণ হালদার হয়ে ফিরে এলাম। শেখর সমাদ্দারের লেখা এই নাটকে আমি দেবাশিস রায়ের নির্দেশনা মেনে চরিত্র হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। আমার নাট্যজীবনের জার্নিতে আপাতত সাম্প্রতিক বিন্দুতে থাকলেন দেবাশিস। এই প্রথম আমি তাঁর পরিচালনায় অভিনয় করলাম। এবং দর্শকদের উচ্ছ্বাস এবং হাততালি আশ্বস্ত করেছে। আমি ডিরেক্টরের কথামতো কাজ করার চেষ্টা করেছি। তাঁর নির্দেশকে মান্যতা দিয়েই আমি রবার্টকে জীবন্ত করে তুলতে চেয়েছি।

রবার্ট চরিত্রে শঙ্কর।

সরল যখন বক্র

'আভাষ' প্রযোজিত 'সরলরেখা বক্ররেখা' নাটকের শুরুতেই চমক। জনপ্রিয় লেখক সুপ্রকাশ মিত্র বাড়ি ফেরার পথে দোরগোড়ায় এক অজ্ঞাতপরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। হতচকিত হয়ে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মৃতদেহটি নিজেদের বেডরুমে লুকিয়ে রাখেন। তার ঠিক পরেই সুপ্রকাশের বাড়িতে এসে হাজির তিন বন্ধু। রাজনৈতিক নেতা রাজীব চৌধুরি, পুলিশের ডিজি কমল সেন এবং ব্যবসায়ী পবন দামানি। তার ঠিক একটু পরেই এক পুলিশ অফিসার ওয়ারেন্ট নিয়ে এসে গ্রেপ্তার করেন সুপ্রকাশকে। এবং সুপ্রকাশ জবানবন্দিতে বলেন, খুনটা তিনিই করেছেন।

সরলরেখার বক্ররেখা হয়ে ওঠার তখনই শুরু। তারপর তদন্তে নামেন আধ-পাগল, মদ্যপ এবং চূড়ান্ত বুদ্ধিমান পুলিশ অফিসার রবার্ট রামকৃষ্ণ হালদার। খেলা জটিল হয়ে ওঠে। ইতিমধ্যে আরও একটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে। বক্ররেখা আরও বক্র হয়ে যায়।

রবার্টের চরিত্রে কোথাও যেন 'থানা থেকে আসছি'র পুলিশ অফিসারের ছায়া এসে পড়ে। এবং অতীব বক্র হয়ে ওঠা কাহিনিতে সুপ্রকাশ মিত্রের সঙ্গে রবার্টের জটিল ও ধুরন্ধর খেলা গড়িয়ে চলে। এবং এই খেলায় লেখকের ভূমিকায় সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দক্ষ অভিনয়ে চরিত্রটিকে রহস্যময় করে তোলেন। অন্যদিকে, আগাগোড়া রহস্যে মোড়া রবার্ট যেন আরও জটিল ও আনপ্রেডিক্টেবল হয়ে যান শঙ্কর চক্রবর্তীর অসাধারণ অভিনয়ে। রবার্টের পোশাক-আশাক, শরীরচর্চা, মদ্যপান, কথা বলা, সব কিছু নিয়েই আদ্যন্ত স্টাইলাইজ্‌ড অভিনয়ে নজর কেড়ে নেন শঙ্কর চক্রবর্তী।

খুব বেশি উপকরণ না নিয়ে মঞ্চটাকে জমজমাট ও ছমছমে করে তুলেছেন দেবাশিস। কয়েকটি চেয়ার ও ওপর থেকে নেমে আসা রঙিন কাপড়গুলোই তৈরি করে দেয় প্রেক্ষাপট। আলো এবং আবহ জরুরি ভূমিকা পালন করেছে। এবং টিমওয়ার্ক। লেখকের তিন বন্ধুর ভূমিকায় অভীক রায়, শেখর সমাদ্দার ও রাহুল সেনগুপ্ত এবং সুপ্রকাশের স্ত্রীর ভূমিকায় কস্তুরী চক্রবর্তী উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। পুলিশ ঋদ্ধিবেশ বাগচীর চরিত্রে রাজু ধর এবং একটি মাত্র দৃশ্যে 'কাজের মেয়ে' শ্রীদেবীর ভূমিকায় প্রজ্ঞা দেবনাথ জমজমাট।

তবে, এ নাটকের কেন্দ্রে আছে সুপ্রকাশ ও রবার্টের দুর্দান্ত যুগলবন্দি, সুরজিৎ ও শঙ্করের অভিনয়ে। এই নাটকের চরিত্রগুলোর মুখ ও মুখোশ যেভাবে পাল্টে পাল্টে যায়, তাতে সরল পথে এগনো ছিল খুব কঠিন। তাই বাস্তব এসে হাত ছোঁয় পরাবাস্তবের। সত্য, মিথ্যা গুলিয়ে যায়। লেখক ও তদন্তকারী অফিসার একই ব্যক্তির দুই সত্তা হয়ে ওঠেন? নাকি দুই ব্যক্তির একই সত্তা?

রবার্ট রামকৃষ্ণ হালদার-বেশী শঙ্কর চক্রবর্তী অবশ্য বললেন, এই মীমাংসা খুব সহজ নয়। কিন্তু এমন একটা চরিত্রে অভিনয় করতে পেরে, আমার অভিনেতাসত্তা যেন অন্য ভাবে জেগে উঠল। মঞ্চে যতক্ষণ থাকি, একবারও মনে হয় না, আমি রবার্ট নই।

মঞ্চেই বৈচিত্র

ধারাবাহিকে যে শঙ্কর চক্রবর্তীকে আমরা দেখি, মঞ্চে কিন্তু তিনি অন্য মাত্রায় উদ্ভাসিত।

শঙ্কর বললেন, ধারাবাহিকে একটা চরিত্র হয়েই মাসের পর মাস অভিনয় করতে হয়। সেখানে হঠাৎ করে বৈচিত্র আনা তো সম্ভব নয়। কিন্তু মঞ্চে বিশেষ বিশেষ চরিত্র হয়ে অভিনয় করতে হয়। খুব সঙ্গত কারণেই সেখানে বৈচিত্র থাকে, অন্য মাত্রা ছোঁয়ার সুযোগ এবং চেষ্টাও থাকে। মঞ্চে যা যা চরিত্র পেয়েছি, সেগুলো একদিকে যেমন চ্যালেঞ্জিং, অন্যদিকে তেমনই অভিনেতা হিসেবে নিজেকে আবিষ্কারেরও একটা জার্নি। দুটোর সঙ্গে কোনও তুলনা না করাই বাঞ্ছনীয়। আমি ধারাবাহিকের অভিনয়ে যেমন নিষ্ঠ থাকার চেষ্টা করি, থিয়েটারেও তেমন।

৯১ সালে 'বিবাহ অভিযান' ধারাবাহিক দিয়ে টিভিতে শঙ্কর চক্রবর্তীর জনপ্রিয়তা শুরু। তারপর অসংখ্য ধারাবাহিকে অভিনয়। ইন্দর সেনের 'ঠিকানা' দিয়ে সিনেমায় অভিনয় শুরু। কিন্তু, ধারাবাহিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র পেয়েছেন, সিনেমায় তিনি তেমন চরিত্র পাননি।

থিয়েটারে অবশ্য বড় মাপের পরিচালকদের সঙ্গে কাজ করেছেন চুটিয়ে। উৎপল দত্ত তো আছেনই, এছাড়া কুমার রায়, মনোজ মিত্র থেকে শুরু করে অঞ্জন দত্ত, দেবেশ চট্টোপাধ্যায়, সুমন মুখোপাধ্যায়, সুজন মুখোপাধ্যায়, জ্যোতিষ্মান চট্টোপাধ্যায়, পৌলমী বসুদের পরিচালনায় থিয়েটার করেও তাঁর অভিনয়ের যাত্রাপথ বর্ণময় হয়েছে সন্দেহ নেই। উৎপল দত্তের 'টিনের তলোয়ার' এখন আবার অভিনীত হয় সুমন মুখোপাধ্যায়ের পরিচালনায়। এটাকে একটা বড় প্রাপ্তি বলে মনে করেন শঙ্কর। এই নাটকে তিনি করেন 'বীরকৃষ্ণ দাঁ', দেবশঙ্কর হালদার করেন 'কাপ্তেনবাবু'। এই নাটকে অভিনয় করতে করতে বারবার নিজের অভিনয়ের গুরু উৎপল দত্তকেই যেন শ্রদ্ধা জানান তিনি। বললেন, উৎপল দত্তের নামের সঙ্গে যুক্ত যেকোনও কাজেই থাকতে পারলে, উদ্দীপ্ত হই। একটা নতুন জেদ যেন তৈরি হয়।

এই জেদ, অভিনয়ের এই খিদেই আজও প্রাণবন্ত রেখেছে শঙ্কর চক্রবর্তীকে। তাই, ধারাবাহিকের ধারাবাহিক অভিনয়কে গুরুত্ব দিয়েও, মঞ্চে পৌঁছে যেন নিজেকে অন্য ভাবে খুঁজে পান তিনি। টের পান গুরু উৎপল দত্তের অদৃশ্য উপস্থিতি। এবং অনুভব করেন, মঞ্চ মানেই তীর্থ।

আমারে দেব না ভুলিতে

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭তম জন্মজয়ন্তী স্মরণে বিশেষ প্রদর্শনী

প্রদর্শনীতে ডাকটিকিট।

সঙ্কর্ষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

সালটা সম্ভবত ১৯২৭ অথবা ২৮। গ্রামোফোন কোম্পানি থেকে সেই সময়কার সর্বাধিক জনপ্রিয় শিল্পী কে মল্লিকের দু'টি গজল গানের রেকর্ড সাড়া ফেলে দিল। সকলেই খোঁজ করছেন, গানের গীতিকার কে? জানা গেল, তিনি কাজী নজরুল ইসলাম। যদিও তার অনেক আগে ১৯২৫-এর সেপ্টেম্বরে তাঁর প্রথম গানের রেকর্ড করেন হরেন্দ্রনাথ দত্ত। গানটি ছিল 'জাতের নামে বজ্জাতি সব'। ১৯২৮-এ কবির স্বকণ্ঠে প্রথম আবৃত্তির রেকর্ডে বেরোল 'নারী' কবিতাটি। ১৯৩২-এ প্রকাশিত হল কবির স্বকণ্ঠে স্বরচিত গান 'দিতে এলে ফুল হে প্রিয়' এবং 'পাষাণের ভাঙালে ঘুম' দু'টি গজলের রেকর্ড। এমনই সব দুষ্প্রাপ্য রেকর্ড, নজরুল-স্মারক— তাঁর স্বাক্ষর, দুর্লভ ছবি, কবিকণ্ঠের গান-কবিতার রেকর্ড, ভারত, বাংলাদেশ, পাকিস্তানের নজরুল-ডাকটিকিট ও মুদ্রা, কবির ছবি দিয়ে দেশলাই বাক্স, ছায়ানট অগ্নি-বীণা কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণ, চলচ্চিত্র-পুস্তিকা, শিল্পীদের আঁকা কবিপ্রতিকৃতি, সেরামিক প্লেট স্লেটপাথর আলপনায় নজরুল নিয়ে কবির ১২৭তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাত দিনব্যাপী 'আমারে দেব না ভুলিতে' শীর্ষক এক বিশেষ প্রদর্শনী শুরু হয়েছে ২৩ মে, চলবে ৩০ মে পর্যন্ত। প্রতিদিন দুপুর ২টো থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত। দক্ষিণ কলকাতার যোগেন চৌধুরি সেন্টার ফর আর্টসের চারু বাসনার সুনয়নী চিত্রশালা ও চিত্তপ্রসাদ গ্যালারি এবং উপেন্দ্রকিশোর সভাগৃহে। আয়োজনে নজরুল চর্চা কেন্দ্র ছায়ানট (কলকাতা)। কেবল প্রদর্শনী নয়, থাকছে নজরুলের গান, কবিতা, শ্রুতিনাটক থেকে নজরুল বিষয়ক কুইজ। এই উপলক্ষে ছায়ানট (কলকাতা) প্রবর্তিত নজরুল পুরস্কার ২০২৬ তুলে দেওয়া হল প্রবীণ নজরুল গানের শিল্পী অনসূয়া মুখোপাধ্যায়কে। সোমবার সন্ধ্যায় তাঁর হাতে এই সম্মান তুলে দেন সংস্থার কর্ণধার সোমঋতা মল্লিক।

জননী বলে শুধু ডাকিব

সংস্কৃতির প্রতিবেদন: শুধু মা-কে ডাকতে পারলেই যেন সব সমস্যার সমাধান করে দেন মা স্বয়ং। সেই মাকে কেন্দ্রে রেখেই এক সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিল 'প্যাক দ্য ব্যাগ টুর্স' ভ্রমণ সংস্থা। এই সংস্থার যুগ্ম কর্ণধার সুমেলী ঘোষ চক্রবর্তী ও ভাস্বর পার্থ বললেন, এদিন বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের অনুষ্ঠানই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। অটিজম আছে, তেমনই কিছু শিশু এদিনের অনুষ্ঠানকে উজ্জ্বল করে তুলল। সিএলটি অবনমহলে এই অনুষ্ঠানের ভাবনা নিয়ে গান তৈরি করেছেন দেবরাজ চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে সেই গান গাইলেন ভাস্বর পার্থ। মিত্রস ব্যান্ড এই গানটি প্রকাশ করল। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা যে নিজস্ব ছন্দে এগিয়ে যাবে জীবনে, তারই উদ্‌যাপন হল এই সন্ধ্যায়। বিশেষ অতিথি ছিলেন লোকগায়ক স্বপন বসু ও ক্যাকটাসের সিধু।

বিজ্ঞপ্তি

পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, ভারত সরকারের বিজ্ঞপ্তি নম্বর এস.ও.১৫৩৩(ই) তারিখ ১৪.০৯.২০০৬ অনুসারে, এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে যে, **মেসার্স ওয়েস্ট বেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন লিমিটেড** কর্তৃক প্রস্তাবিত বালি খাদান প্রোজেক্টগুলির খননের জন্য জনশুনানি ৩০.০৬.২০২৬ তারিখে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় ধার্য করা হয়েছে। শুনানিগুলির নির্দিষ্ট তারিখ, সময় এবং স্থান নিম্নে বর্ণিত করা হল:

বালি খাদানের নাম	শুনানির তারিখ ও সময়	জনশুনানির স্থান
Iswarda (MIN_BNK_99) Sand Mine মৌজা-ঈশ্বরদা, প্লট নং.১(পি), জে.এল. নং.৩১, ব্লক-শালতোড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের ওপর ৩.৯৬ হেক্টর (৯.৭৯ একর) জায়গা জুড়ে।	৩০.০৬.২০২৬ দুপুর ১২টা	শালতোড়া ব্লক অফিসের মিটিং হল, জেলা-বাঁকুড়া
MIN_BNK_105 Sand Mine মৌজা-ঈশ্বরদা, জে.এল. নং-৩১, প্লট নং-১, থানা-শালতোড়া, জেলা-বাঁকুড়া পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের ওপর ৫.৮৯ হেক্টর (১৪.৫৫ একর) জায়গা জুড়ে।	৩০.০৬.২০২৬ দুপুর ১টা	
Iswarda (MIN_BNK_106) Sand Mine মৌজা-ঈশ্বরদা, প্লট নং-১(পি), জে.এল. নং-৩১, ব্লক-শালতোড়া, জেলা-বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গে দামোদর নদের ওপর ৫.৭২০ হেক্টর (১৪.১৩ একর) জায়গা জুড়ে।	৩০.০৬.২০২৬ দুপুর ২টা	

কোনও ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি যিনি বা যাঁরা প্রভাবিত হতে পারেন বা সংযুক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, আলোচ্য প্রকল্পের এক্সিকিউটিভ সামারির কপি (ইংরেজি ও বাংলা) দেখতে পারেন এবং ইআইএ/ইএমপি রিপোর্টের ড্রাফ্ট বা খসড়া নিম্নলিখিত কার্যালয়গুলিতে পাওয়া যাবে (১) জেলাশাসক, জেলা-বাঁকুড়ার কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ সরকার (২) অতিরিক্ত জেলাশাসক (এলআর), বাঁকুড়ার কার্যালয় (৩) সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কার্যালয়, বাঁকুড়া সদর সাব-ডিভিশন, বাঁকুড়া (৪) ব্লক ডেভালপমেন্ট অফিসারের কার্যালয়, শালতোড়া ডেভেলপমেন্ট ব্লক (৫) জেনারেল ম্যানেজার, ডি.আই.সি., বাঁকুড়ার কার্যালয় (৬) সভাধিপতির কার্যালয়, বাঁকুড়া জেলা পরিষদ (৭) শালতোড়া পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয় (৮) বামুনতোড় গ্রাম পঞ্চায়েতের কার্যালয়, বাঁকুড়া (৯) এনভায়রনমেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারের কার্যালয়, দুর্গাপুর আঞ্চলিক কার্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ, শহীদ ক্ষুদিরাম সরণি, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পিন-৭১৩২১৬, জেলা-পশ্চিম বর্ধমান (১০) পরিবেশ দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, প্রাণীসম্পদ ভবন, ৬ষ্ঠ তল, এলবি-২, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬ (১১) পরিবেশ, বন এবং জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রক, ইন্টিগ্রেটেড রিজিওনাল অফিস, কলকাতা, আইবি-১৯৮, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬ (১২) পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ-এর সদর কার্যালয়, পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক-এলএ, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬। এক্সিকিউটিভ সামারি, ড্রাফ্ট ইআইএ রিপোর্ট ও প্রকল্পের আবেদনপত্র পর্ষদের ওয়েবসাইট - **www.wbpcb.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।

প্রস্তাবিত প্রকল্প বা কার্যাবলীর দরুন স্থানীয়ভাবে প্রভাবিত হতে পারেন এরূপ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী ওপরে উল্লিখিত তারিখ, সময় এবং স্থানে অনুষ্ঠেয় জনশুনানিগুলিতে অংশ নিতে পারেন। জনশুনানির সময় আলোচ্য বিষয় সম্পর্কে পরামর্শ/আপত্তি মৌখিক অথবা লিখিতভাবে জানাতে পারেন। প্রকল্প অথবা কার্যাবলীর পরিবেশগত দিক থেকে প্রভাবিত হবার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ আছে এরূপ অন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি লিখিত আকারে তাঁর পরামর্শ/আপত্তি জনশুনানির তারিখের পূর্বে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (ইআইএম সেল), পরিবেশ ভবন, ১০এ, ব্লক-এলএ, সেক্টর-৩, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০১০৬-এর কাছে জানাতে পারেন।

সদস্য সচিব
পশ্চিমবঙ্গ দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ

ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল
কলকাতা বেঞ্চ-এর সমীপে

সি পি নং ২৫/কেবি/২০২৬
সংযুক্ত
সি এ নং ১৭/কেবি/২০২৬-এর সঙ্গে
বিষয়:
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ (অ্যাক্ট);
এবং
আইনটির ২৩২ নম্বর ধারার সঙ্গে পঠিত ২৩০ নম্বর ধারা এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানের বিষয়ে; এবং
কোম্পানি (কম্প্রোমাইজেস, অ্যারেঞ্জমেন্টস অ্যান্ড অ্যামালগামেশনস) রুল, ২০১৬ (সি এ এ রুলস);
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
ইমেজ ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিগমিত একটি কোম্পানি যার নিবন্ধিত কার্যালয় উপর্যুক্ত এক্তিয়ারের মধ্যে ১৩, পোলক স্ট্রিট, ফার্স্ট ফ্লোর, রুম নং-৭, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত;
....হস্তান্তরকারী কোম্পানি ১
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
চ্যাপলেট ট্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিগমিত একটি কোম্পানি যার নিবন্ধিত কার্যালয় উপর্যুক্ত এক্তিয়ারের মধ্যে ১৩, পোলক স্ট্রিট, ফার্স্ট ফ্লোর, রুম নং-৭, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত;
....হস্তান্তরকারী কোম্পানি ২
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
ম্যাক্সওয়েল হোমস লিমিটেড, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিগমিত একটি কোম্পানি যার নিবন্ধিত কার্যালয় উপর্যুক্ত এক্তিয়ারের মধ্যে ১৩, পোলক স্ট্রিট, ফার্স্ট ফ্লোর, রুম নং-৭, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত;
...হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৩
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
কে সি এল ইমপেক্স লিমিটেড, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিগমিত একটি কোম্পানি যার নিবন্ধিত কার্যালয় উপর্যুক্ত এক্তিয়ারের মধ্যে ১৩, পোলক স্ট্রিট, ফার্স্ট ফ্লোর, রুম নং-৭, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত;
...হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৪
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
অ্যালায়েন্স ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিগমিত একটি কোম্পানি যার নিবন্ধিত কার্যালয় উপর্যুক্ত এক্তিয়ারের মধ্যে ১৩, পোলক স্ট্রিট, ফার্স্ট ফ্লোর, রুম নং-৭, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত;
...হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৫
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
ট্র্যামেল ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের অধীনে নিগমিত একটি কোম্পানি যার নিবন্ধিত কার্যালয় উপর্যুক্ত এক্তিয়ারের মধ্যে ১৩, পোলক স্ট্রিট, ফার্স্ট ফ্লোর, রুম নং-৭, কলকাতা-৭০০০০১-এ অবস্থিত;
....হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানি
এবং
সম্পর্কিত বিষয়:
১. ইমেজ ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড;
২. চ্যাপলেট ট্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড;
৩. ম্যাক্সওয়েল হোমস লিমিটেড;
৪. কে সি এল ইমপেক্স লিমিটেড;
৫. অ্যালায়েন্স ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড;
৬. ট্র্যামেল ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড;
....আবেদনকারীগণ

আবেদনকারী কোম্পানিগুলি, ইমেজ ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ১"), চ্যাপলেট ট্রাকন প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ২"), ম্যাক্সওয়েল হোমস লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৩"), কে সি এল ইমপেক্স লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৪"), অ্যালায়েন্স ম্যানেজমেন্ট কনসালট্যান্টস প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরকারী কোম্পানি ৫") এবং ট্র্যামেল ট্রেডিং প্রাইভেট লিমিটেড ("হস্তান্তরগ্রহীতা কোম্পানি") দ্বারা ১২ মে ২০২৬ তারিখে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ২৩২(৩) ধারার সঙ্গে পঠিত কোম্পানি (আপোস, ব্যবস্থা এবং একত্রীকরণ) বিধিমালা, ২০১৬-এর ১৫ নম্বর বিধির অধীনে একটি আবেদন পেশ করা হয়েছিল এবং উক্ত আবেদনটির শুনানির জন্য ০৩ জুলাই ২০২৬ তারিখে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (এন সি এল টি)-এর কলকাতা বেঞ্চের সমক্ষে দিন ধার্য করা হয়েছে। উক্ত আবেদনটিকে সমর্থন বা বিরোধিতা করতে ইচ্ছুক যে কোনো ব্যক্তিকে আবেদনকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধি, শচীন পিলানিয়া, ১৬, স্ট্যান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ, ফ্লোর নং ৬, রুম নং ৬২০, কলকাতা-৭০০০০১-এর ঠিকানায় তাঁর নিজের বা তাঁর আইনজীবীর নাম ও ঠিকানাসহ স্বাক্ষরিত তাঁর ইচ্ছার বিজ্ঞপ্তি পাঠাতে হবে, যাতে তা আবেদনের শুনানির জন্য নির্ধারিত তারিখের কমপক্ষে দুই দিন আগে আবেদনকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধির কাছে পৌঁছায়। যেখানে তিনি আবেদনের বিরোধিতা করতে চান, সেখানে বিরোধিতার কারণ বা তাঁর হলফনামার অনুলিপি এই ধরনের বিজ্ঞপ্তির সঙ্গে জমা দিতে হবে। নির্ধারিত চার্জ প্রদান সাপেক্ষে যে কোনো ইচ্ছুক ব্যক্তিকে নীচে স্বাক্ষরকারীর দ্বারা আবেদনের একটি অনুলিপি প্রদান করা হবে।

অনুমোদিত প্রতিনিধি
স্বা/-
শচীন পিলানিয়া
১৬, স্ট্যান্ড রোড, ডায়মন্ড হেরিটেজ,
ফ্লোর নং ৬, রুম নং ৬২০,
কলকাতা-৭০০০০১

তারিখ: ২৬ মে, ২০২৬
স্থান: কলকাতা

যূকো বৈংক UCO BANK (A Govt. of India Undertaking)

সল্টলেক জোনাল অফিস, বিদ্যুৎ ভবন, ডিজে ব্লক, সল্টলেক সিটি, সেক্টর - ২, কলকাতা - ৭০০ ০৯১

শাখা প্রেমিসেস আবশ্যক

ইউকো ব্যাঙ্ক, একটি শীর্ষস্থানীয় রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক, নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে একতলায় ৮০০-১০০০ বর্গফুট কার্পেট এরিয়া (এটিএম সহ) বিশিষ্ট শাখার জন্য ভাড়ার বিনিময়ে প্রেমিসেস নিতে ইচ্ছুক।

ক্রমিক সংখ্যা	স্থান	জেলা
১.	খারিওপ (বর্তমান শাখা প্রেমিসেসের কাছাকাছি)	হাওড়া

বিশদ বিবরণ উপরের ঠিকানায় অবস্থিত ইউকো ব্যাঙ্ক সল্টলেক জোনাল অফিস থেকে সংগ্রহ করা যেতে পারে অথবা আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট : **www.ucobank.com/tenders** থেকে ডাউনলোড করা যেতে পারে। নির্ধারিত বয়ানে মুখবন্ধ খামে আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৮.০৬.২০২৬**।

তারিখ: ২৭.০৫.২০২৬
স্থান: কলকাতা
ডিজিএম এবং জোনাল ম্যানেজার
সল্টলেক জোন

যূনিয়ন বৈংক ऑफ इंडिया Union Bank of India A Government of India Undertaking

ক্ষেত্রীয় কার্যালয় বৃহত্তর কলকাতা
৩ মিডলটন রো, পার্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০৭১
ফোন: ০৩৩-৪৮১৩৫৫৩১৭, ই মেল: dyrh.greaterkolkata@unionbankofindia.bank.in

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

নিরাপত্তা সরঞ্জামের জন্য রেট কন্ট্রাক্ট এবং এএমসির প্রস্তাবের জন্য অনুরোধ

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ক্ষেত্রীয় কার্যালয় বৃহত্তর কলকাতা শাখা/অফিস/এটিএমের সুরক্ষা সরঞ্জাম (সিসিটিভি সিস্টেম/জিএসএম অটো ডায়ালার সহ ইন্টিগ্রেটেড ইলেকট্রনিক অ্যালার্ম সিস্টেম/জিএসএম অটো ডায়ালার সহ ইন্টিগ্রেটেড ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম) সরবরাহ, স্থাপনা এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিক্রেতা/ফার্ম/অনুমোদিত ডিলারদের কাছ থেকে দুই নিলাম ব্যবস্থায় দরপত্র আহ্বান করছে। প্রকাশের তারিখ ২৮.০৫.২০২৬। জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৮.০৬.২০২৬, দুপুর ১২:০১**। প্রাইস বিড ফরম্যাট সহ টেন্ডার নথি **২৮.০৫.২০২৬ থেকে ১৭.০৬.২০২৬** তারিখে ব্যাঙ্কের ওয়েবসাইট **www.unionbankofindia.com** এবং **http://eprocure.gov.in** থেকে ডাউনলোড করা যাবে।

তারিখ: ২৭.০৫.২০২৬, স্থান: কলকাতা
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

জোনাল অফিস, কলকাতা নর্থ
প্লট নং ৩৭৭ ও ৩৭৮, ব্লক- জিডি, সেক্টর-III, সল্ট লেক, কলকাতা-৭০০১০৬

পরিশিষ্ট IV [রুল ৮(১) দ্রষ্টব্য] দখল বিজ্ঞপ্তি (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্কের অনুমোদিত আধিকারিক রূপে নিম্নস্বাক্ষরকারী সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর ১৩(১২) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে নীচে লেখা ঋণগ্রহীতাগণের প্রতি নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত তারিখ সংবলিত দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করেছিলেন যার মাধ্যমে উক্ত বিজ্ঞপ্তি প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞপ্তিতে দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দেওয়ার জন্য তাঁদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল।
উক্ত ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত অর্থাঙ্ক আদায় দিতে ব্যর্থ হওয়ায় এতদ্দ্বারা বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত রুলসমূহের রুল ৮ ও ৯-সহ পঠনীয় উক্ত অ্যাক্টের ১৩(৪) ধারাধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে এখানে নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা তারিখে নীচে বর্ণিত সম্পত্তি(গুলি)র দখল নিয়েছেন।
বিশেষত ওই ঋণগ্রহীতা এবং জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি(গুলি) নিয়ে কোনও প্রকার লেনদেন না করার জন্য সতর্ক করা হচ্ছে এবং এই সম্পত্তি(গুলি) নিয়ে যে কোনও ধরনের লেনদেন নীচে প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে লেখা অর্থাঙ্ক এবং এর ওপর সুদ ও অন্যান্য চার্জ সমেত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক-এর প্রতি দায় সাপেক্ষ হবে।
''সারফায়েসি অ্যাক্টের ১৩(৮) নং ধারা ও এর অধীনে রচিত রুলসমূহের সংস্থান অনুযায়ী প্রাপ্য মেয়াদের মধ্যে এই সুরক্ষিত পরিসম্পদগুলি ছাড়ানোয় আপনাদের অধিকারের প্রতি আমরা আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করছি।''

ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম ও ঠিকানা এবং শাখার নাম	দায়বদ্ধ/ বন্ধকি সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ খ) দখল বিজ্ঞপ্তির তারিখ গ) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া অর্থাঙ্ক
ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা: **মিঃ কার্তিক পাল,** পিতা- প্রয়াত হাজরা পদ পাল, ৮৭, ক্ষুদিরাম সরণি, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৬৫ এবং **জামিনদার:** **মিসেস রেণুকা পাল,** স্বামী- কার্তিক পাল, ৮৭, ক্ষুদিরাম সরণি, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, পিন-৭০০০৬৫ **শাখা: সাউথ সিঁথি**	'অনুষ্কা এনক্লেভ' নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের নিম্নস্থিত জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অংশ পরিমাণ সমেত উক্ত বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে (উত্তর-পূর্ব দিক অভিমুখী) ১টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং হল, ১টি কিচেন, ১টি বাথরুম ও ১টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি ৫৫০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং '১সি'-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: হোল্ডিং নং ৭২, আর এস দাগ নং ১২৯৭, রে সা নং ২১, সি এস খতিয়ান নং ১৮৭ ও ১৯০, তৌজি নং ১৭২, মৌজা- গারুই, জে এল নং ১৬, ওয়ার্ড নং ৬, রাজেন্দ্রনাথ সরখেল স্কুল রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, থানা- দমদম, কলকাতা-৭০০০৬৫, এডিএসআর- কাশীপুর দমদমে রেজিস্টার্ড ২০১৪ সালের দলিল নং ০৯৭৪৫ অনুযায়ী। বিল্ডিংয়ের জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- শ্রী হরিপদ ও কৃষ্ণলাল দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ- পুরসভার রাস্তা; পূর্ব- শ্রী নিত্যানন্দ দাসের সম্পত্তি; পশ্চিম- পুরসভার রাস্তা। ফ্ল্যাটের চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- ফাঁকা জায়গা; দক্ষিণ- সিঁড়ি এবং অন্য ফ্ল্যাট; পূর্ব- ফাঁকা জায়গা; পশ্চিম- অন্যের ফ্ল্যাট। সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ কার্তিক পাল, পিতা- প্রয়াত হাজরা পদ পাল।	**ক) ০৪.০৯.২০২৫ খ) ২৫.০৫.২০২৬ গ) ₹৫,৪১,৬৭৭.০০** (পাঁচ লক্ষ একচল্লিশ হাজার ছশো সাতাত্তর টাকা মাত্র), ০৪.০৯.২০২৫ অনুযায়ী + ০৫.০৯.২০২৫ থেকে উদ্ভূত সুদ
ঋণগ্রহীতা-বন্ধকদাতা: **রাজ কুমার ঠাকুর,** পিতা- শ্রী মহাবীর ঠাকুর, ৪১/১এ, মনুজেন্দ্র দত্ত রোড, কলকাতা-৭০০০২৮ এবং **জামিনদার: মিসেস সুধা দেবী,** স্বামী- রাজ কুমার ঠাকুর, ৪১/১এ, মনুজেন্দ্র দত্ত রোড, কলকাতা-৭০০০২৮ **শাখা: সাউথ সিঁথি**	'অনুষ্কা এনক্লেভ' নামক বহুতল বিল্ডিংয়ের ৪ নং ফ্লোরে (উত্তর-পশ্চিম দিক অভিমুখী) ২টি বেডরুম, ১টি ডাইনিং রুম, ১টি কিচেন, ১টি বাথরুম ও ১টি ব্যালকনি নিয়ে গঠিত ও সামান্য কমবেশি ৮০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া বিশিষ্ট স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং '৪বি'-এর অপরিহার্য সমগ্র পরিমাণ যার স্থিতি ও বিবরণ: ৭২, রাজেন্দ্রনাথ সরখেল স্কুল রোড, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, থানা- দমদম, কলকাতা-৭০০০৬৫, আর এস দাগ নং ১২৯৭, রে সা নং ২১, সি এস খতিয়ান নং ১৮৭ ও ১৯০, তৌজি নং ১৭২, মৌজা- গারুই, জে এল নং ১৬, ওয়ার্ড নং ৬, সাউথ দমদম মিউনিসিপ্যালিটি, থানা- দমদম, অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার- কাশীপুর দমদমে রেজিস্টার্ড ২০১৪ সালের দলিল নং ০৯৭৪৬ অনুযায়ী। জমির চৌহদ্দি ও চতুর্সীমা: উত্তর- শ্রী হরিপদ ও কৃষ্ণলাল দাসের সম্পত্তি; দক্ষিণ- পুরসভার রাস্তা; পূর্ব- শ্রী নিত্যানন্দ দাসের সম্পত্তি; পশ্চিম- পুরসভার রাস্তা। সম্পত্তির স্বত্বধারক: মিঃ রাজ কুমার ঠাকুর, পিতা- মহাবীর ঠাকুর।	**ক) ১৯.০২.২০২৬ খ) ২৫.০৫.২০২৬ গ) ₹১৭,১৯,৮২৭.০০** (সতেরো লক্ষ উনিশ হাজার আটশো সাতাশ টাকা মাত্র), ১৯.০২.২০২৬ অনুযায়ী + ২০.০২.২০২৬ থেকে উদ্ভূত সুদ

তারিখ: ২৫.০৫.২০২৬; স্থান: কলকাতা
অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইংডিয়ন বৈংক Indian Bank इलाहाबाद ALLAHABAD

আদিসপ্তগ্রাম শাখা
কলাবতী ভবন, জি টি রোড, ছোটখেজুরিয়া, অ্যাডকোন্নগর, জেলা-হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২১২১

পরিশিষ্ট IV-A [রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ দ্রষ্টব্য] স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর সংস্থানসমূহ-সহ পঠনীয় সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদসমূহ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্দ্বারা জনসাধারণ-সহ বিশেষত ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর কাছে বন্ধক রাখা/ দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ) ও জামিনদার(গণ)-এর জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর অনুমোদিত আধিকারিক নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর থেকে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (সুরক্ষিত ঋণদাতা)-এর প্রতিটি অ্যাকাউন্টের পাশে উল্লিখিত অর্থাঙ্ক পুনরুদ্ধারের জন্য এখানে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তির প্রতীকী দখল নিয়েছেন যেটি **৩০.০৬.২০২৬ তারিখে সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে 'যেখানে যেমন আছে', 'যা কিছু আছে' এবং 'যেভাবে আছে'** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে।

ক) অ্যাকাউন্ট/ ঋণগ্রহীতার নাম ও ঠিকানা খ) শাখার নাম	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণদাতার পাওনা অর্থাঙ্ক	ক) সংরক্ষণ মূল্য খ) ইএমডি অর্থাঙ্ক গ) বিড বাড়ানোর মূল্য ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির ওপর দায় চ) দখলের প্রকৃতি
১ **মিঃ অরুণ কুমার শেঠ** পিতা প্রয়াত হৃষিকেশ শেঠ **ঠিকানা:** কুণ্ডু গলি, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, ৭১২৫০২ ২. **মিসেস দীপান্বিতা শেঠ** **ঠিকানা:** ৪৬, তেলি সড়ক লেন, রক্ষাকালীতলা, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৫০২ ৩. **মিস অনিশা শেঠ** **ঠিকানা:** ৪৬, তেলি সড়ক লেন, রক্ষাকালীতলা, বাঁশবেড়িয়া, হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ-৭১২৫০২ **শাখা: আদিসপ্তগ্রাম**	টিউলিপ অ্যাপার্টমেন্ট (জি+৫ তলবিশিষ্ট বিল্ডিং) নামে এবং পরিচিত বিল্ডিংয়ের ফার্স্ট ফ্লোরে (দক্ষিণ দিকে) আবাসিক ফ্ল্যাট নং সি/১ এর সমগ্র ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, কভার্ড এরিয়া ৫৮৯ বর্গফুট এবং মোট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৫২ বর্গফুট (আনুমানিক), মৌজা-চন্দননগর, জে এল নং ১, শিট নং ২, আর এস দাগ নং ৪৭৩ এবং ৪৭৪, আর এস খতিয়ান নং ২৫৯ এবং ২৬০, থানা চন্দননগর, জেলা হুগলি, জেলা সাব রেজিস্ট্রেশন অফিস-২ হুগলির অধিক্ষেত্রাধীন এবং এডিএসআর চন্দননগর। উক্ত জমিটি চন্দননগর পুরনিগমের ৩ নং ওয়ার্ডের এলাকাধীন, হোল্ডিং নং ২২৯/সি নিউ, স্ট্রিটের নাম-নুরিপাড়া মেন রোড (তালডাঙা মোড়), এডিএসআর চন্দননগর, হুগলিতে নথিভুক্ত, বুক নং ১, ভলিউম নং ০৬০৪-২০২১, পৃষ্ঠা ৩৪৭১৩ থেকে ৩৪৭৬১ তে রেকর্ডভুক্ত ২০২১ সালের ১০.০৩.২০২১ তারিখের নথিভুক্ত বিক্রয় দলিল নং I-১০২৬ অনুসারে সম্পত্তিটি অরুণ কুমার শেঠ-এর নামে।	**₹১৮,২৭,৮৭৭.০০** (আঠারো লক্ষ সাতাশ হাজার আটশো সাতাত্তর টাকা মাত্র), ১৮.০৮.২০২৫ অনুযায়ী	ক) ₹২৬,৬৪,০০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ চৌষট্টি হাজার টাকা মাত্র) খ) **₹২,৬৬,৪০০/-** (দুই লক্ষ ছেষট্টি হাজার চারশো টাকা মাত্র) ৩০.০৬.২০২৬ তারিখের বিকাল ৪টার মধ্যে জমা করতে হবে গ) **₹২০,০০০/-** (কুড়ি হাজার টাকা মাত্র) ঘ) **IDIB58004931559** ঙ) অনুমোদিত আধিকারিকের সেরা জ্ঞান ও তথ্য অনুসারে এই সম্পত্তির ওপর কোনও দায় আছে বলে জানা নেই চ) **প্রতীকী দখল**

ই-নিলামের তারিখ ও সময়: তারিখ: ৩০.০৬.২০২৬; সময়: সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টা
ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম: https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশ নেওয়ার জন্য বিডারগণকে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ-এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার প্রয়োজন হলে অনুগ্রহপূর্বক পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাঃ লিঃ-এর ৮২৯১২২০২২০ হেল্পলাইন নম্বরে অথবা সার্ভিস প্রোভাইডারের হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্পলাইন নম্বরে কথা বলুন (ই-মেল: **support.baanknet@psballiance.com**)। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাস জানার জন্য অনুগ্রহপূর্বক **support.baanknet@psballiance.com** মেল আইডি-তে যোগাযোগ করবেন। সম্পত্তির বিশদ তথ্যাবলি এবং সম্পত্তির ছবি সমেত নিলামের শর্ত ও নিয়মাবলির জন্য অনুগ্রহপূর্বক **https://baanknet.com** ওয়েবসাইট দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত প্রশ্নের ব্যাখ্যা পেতে অনুগ্রহপূর্বক এই হেল্পডেস্ক নম্বরে যোগাযোগ করবেন: ৮২৯১২২০২২০।
https://baanknet.com ওয়েবসাইটে এই সম্পত্তিগুলি খোঁজার সময় বিডারগণকে ওপরে উল্লেখমতো সম্পত্তির **আইডি নম্বর ব্যবহারের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**

যোগাযোগের ব্যক্তি: অনুমোদিত আধিকারিক, রণধীর কুমার, মোবাইল: ৭২৭৭০৬৪০০০; ব্রাঞ্চ ম্যানেজার: বিশ্বজিৎ কুমার, মোবাইল: ৯০৯৩৩৮৫৯৯১

দ্রষ্টব্য: সম্পর্কিত ঋণগ্রহীতা(গণ)/ বন্ধকদাতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)-এর প্রতিও এটি একটি নোটিস

তারিখ: ২৫.০৫.২০২৬
স্থান: আদিসপ্তগ্রাম
স্বাঃ/-
অনুমোদিত আধিকারিক, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক